* যদি কোন ব্যক্তি সম্পত্তি ফেরত দিতে অস্বীকার করে তবে তার বিরুদ্ধে মামালা করতে পারে। সেই ব্যক্তি ফেরত দিতে অস্বীকার করার জন্য অপরাধী হবে।

স্ত্রীধন ফেরত না দিলে কি ধরণের সাজা হতে পারে

* ছয় মাস থেকে দুই বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে।
* ৫০০০ টাকা থেকে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমনা হতে পারে।

যৌতুকজনিত হত্যা

* মৃত্যুর আগে যদি স্ত্রীর থেকে যৌতুক চাওয়া হয়েছিল বা যৌতুকের জন্য অত্যাচার করা হয়েছিল।
* যদি বিয়ের সাত বছরের মধ্যে স্ত্রীর মৃত্যু হয়।
* যদি এটা একটা অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়।

যৌতুকজনিত কারণে হওয়া হত্যার শাস্তি

* কম পক্ষে সাত বছরের জেল।
* জাবৎজীবন কারাদণ্ড।

যৌতুকজনিত হত্যার ব্যাপারে লওয়া ব্যবস্থা

* যৌতুকজনিত কারণে হত্যা হলে প্রথমে পুলিশকে জানাতে হয়।
* পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন ও তদন্ত করে মৃত্যুর কারণ উদঘাটন করবে।
* পুলিশ ঘটনাস্থলের দুইজন সচেতন ব্যক্তির সামনে তদন্ত করে রিপোর্ট তৈরী করবে। রিপোর্টে সচেতন ব্যক্তি দুইজন এবং পুলিশও স্বাক্ষর করবে।

যৌতুকের অভিযোগ কে করতে পারে

* যৌতুকের জন্য ভুক্তভোগী মহিলা, তার মাতা-পিতা, অন্য ব্যক্তি বা আত্মীয় স্বজন পুলিশের কাছে অভিযোগ করতে পারে।
* পুলিশ যদি অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে তাহলে পুলিশ অধীক্ষককে জানাতে হবে।
* কোন পুলিশ অফিসার, সরকারী স্বীকৃতিপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা পুলিশ অধীক্ষককে জানাতে পারে।
* আদালত নিজে যৌতুক সম্পর্কীয় ঘটনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে।
* যৌতুক সম্পর্কীয় অভিযোগ করার নির্দিষ্ট সময় সীমা নেই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অভিযোগ করতে হয়।
* যৌতুকজনিত অপরাধের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হলে, পরে তা ফেরত নেওয়া যায় না।

সত্যমেব জয়তে

ন্যায় বিভাগ

বিধি এবং ন্যায় মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার

সাক্ষর ভারত

রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম

রাষ্ট্রীয় সাক্ষরতা মিশন প্রাধিকরণ

মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার

website :: www.srcguwahati.in

সাক্ষর ভারত

আইনি সাক্ষরতা শৃংখলা - ৫

যৌতুক প্রতিরোধ অধিনিয়ম ১৯৬১

যৌতুক প্রতিরোধ অধিনিয়ম ১৯৬১

যৌতুক কি ?

বিয়ের সময় বরপক্ষের দ্বারা কনে পক্ষের পরিবারের কাছে নগদ ধন, গয়না, সম্পত্তি ইত্যাদি দাবি করাই হল যৌতুক।

* বিয়ের আগে, বিয়ের সময় অথবা বিয়ের পরেও যৌতুক দাবি করা হয়।
* কনের সঙ্গে উপহার হিসাবে টিভি, ফ্রিজ বা অন্যান্য সামগ্রীর সঙ্গে গাড়ী পর্যন্ত দেওয়া হয়।
* বাড়ী, মাটি, সম্পত্তি ইত্যাদি কনেকে উপহার হিসাবে দেওয়া হয়। এই সমস্তকে যৌতুক বলে ধরা হয়।
* যৌতুক নেওয়া এবং দেওয়ার ক্ষেত্রে উভয় ব্যক্তিই আইন অনুসারে অপরাধী হয়।

যৌতুক নেওয়া এবং দেওয়া ব্যক্তিদের সাজা

* দোষী ব্যক্তির পাঁচ বছর পর্যন্ত জেল হয়।
* ১৫,০০০ টাকা জরিমানা হয়।
* যদি যৌতুকের পরিমাণ ১৫,০০০ টাকার বেশি হয় তবে তার সমমূল্যের জরিমানা হয়।

যৌতুক নেওয়া এবং দেওয়ার জন্য সাহায্য করাও অপরাধ

বিয়ে একজন ঘটক, পরিচিত বা আত্মীয় স্থানীয় ব্যক্তির মাধ্যমে ঠিক করা হয়। ঘটক যৌতুক সম্পর্কীয় বিষয় ঠিকঠাক করে। এর বিনিময়ে ঘটক টাকা পায়। এই ধরণের ব্যক্তিও আইনের দিক থেকে অপরাধী। যৌতুকের লেনদেন সম্পর্কীয় সব কাজই আইন বিরোধী। এই কাজের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের পাঁচ বছর পর্যন্ত জেল অথবা ১৫,০০০ হাজার টাকা জরিমানা হতে পারে।

যৌতুকের জন্য বিজ্ঞাপন

* বিয়ের সম্বন্ধের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
* বিজ্ঞাপনে নগদ টাকা এবং সম্পত্তি দেওয়া হবে বলে উল্লেখ করা হয়।
* এই ধরণের বিজ্ঞাপন দেওয়া আইন মতে দণ্ডণীয়। কেউ আপত্তি করলে বিজ্ঞাপন দেওয়া ব্যক্তির সাজা হতে পারে।

আইনের ক্ষেত্রে এর জন্য সাজা

* কমপক্ষে দুয় মাস থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত জেল হয়।
* ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হয়।

বিয়েতে দেওয়া সব উপহারই কি যৌতুক ?

না, বিয়ের সময় কন্যা বা বরকে উপহার দেওয়া যেতে পারে। আইনের ক্ষেত্রে এর অনুমতি দেওয়া আছে। কিন্তু এর জন্য যা করা দরকার —

* কনের সঙ্গে দেওয়া উপহার সামগ্রীর একটা তালিকা তৈরী করতে হবে।
* তালিকায় উপহার সামগ্রীর সঠিক মূল্যের কথা উল্লেখ করতে হবে।
* তালিকায় বর এবং কনের স্বাক্ষর থাকতে হবে।

স্ত্রীধন

বিয়ের আগে, বিয়ের সময়, বিয়ের পরে কন্যাকে যে সম্পত্তি বা উপহার দেওয়া হয়, তা কন্যার নিজস্ব সম্পত্তি। একে স্ত্রীধন বলা হয়।

* স্ত্রীধনের ওপর শুধুমাত্র স্ত্রীর অধিকার থাকে।
* স্ত্রী যখন তার ধন চাইবে তখনই তা ফেরত দিতে হবে।
* বিয়ের সময় পাওয়া সম্পত্তি স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে রাখতে পারে। এই সম্পত্তি সুরক্ষিত এবং নিরাপদে রাখতে হবে।
* যদি সম্পত্তি দ্বিতীয় ব্যক্তি থেকে ফেরত পাওয়ার আগে স্ত্রীর মৃত্যু হয় তবে তার সন্তান সেই সম্পত্তি পাবে।